2nd Sem. Beng. Hons.

চর্যাপদের ঐতিহাসিক সাহিত্যিক মূল্য: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ এই চর্যার পদগুলির মধ্যে ধর্মসাধনার গূঢ় তত্ত্বকেই শুধু লিপিবদ্ধ করেননি, তারা পদ রচনা করতে গিয়ে সমাজজীবন সমাজকে চিত্রিত করেছেন। তাই এই পদগুলির মাধ্যমে শুধু সাধক বা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা পদ বা কবিতা হিসেবে পাঠক বর্গ রস আস্বাদনযোগ্য হয়েছে। চর্যাপদগুলিকে যদি সংধ্যাভাষাকে না বুঝেও তৎকালীন মানবজীবনের ইতিহাস, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহের কথা, তাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এবং তৎকালীন ইতিহাসকে আমরা খুঁজে পাই — এখানেই চর্যার ঐতিহাসিক মূল্য।

দ্বিতীয়ত, চর্যাপদে বাংলার সমাজজীবনের প্রায় হাজার বছর পূর্বের সময়ের সামাজিক-ধর্মীয় উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়, অবশ্য চর্যাপদের গানগুলিতে সমাজের নিম্নস্তরের (ডোম, শবর, চণ্ডাল) মানুষের আর্থসামাজিক চিত্র যতটা ঘনিষ্ঠভাবে ধরা পড়েছে, উচ্চবর্গের জীবনচিত্র ততটা নেই।

তৃতীয়ত, চর্যাপদ ধর্মীয় রচনা হলেও এই পদেই আমরা বাংলা গীতিকবিতার রূপটিকে প্রথম প্রকাশ অনুভব করি। তাছাড়া চর্যাপদের মধ্যে শান্ত ও করুণ রসের আবেদন, আত্মানুভূতি, জোৎস্নালোকের আভাস, ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগের সার্থকতা এর কাব্যিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

চতুর্থত, বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়কার বৌদ্ধ সাধকদের জীবনচর্যার দলিল এই চর্যাপদ।

(চর্যাপদের সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে যুক্ত হবে)

Scanned with CamSc

২৮ নং চর্যাপদের সরলার্থ এবং গূঢ়ার্থ:

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী,
রাগ — বলাড্ডি। শবরপাদানাম।

সরলার্থ বা বাচ্যার্থ: উঁচু উঁচু পর্বত। শবরী বালিকা সেখানে বাস করে। তার পরনে আছে ময়ূরের পুচ্ছ, আর গলায় আছে গুঞ্জা ফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করো না, এজন্য অনুরোধ- ও তোমার নিজেরই সহধর্মিনী, ওর নাম সহজ সুন্দরী। বনের গাছ গাছালি ফুলে ফলে ভরা, তাদের ডালপালা আকাশে ঠেকলো, কানে ছুটকি ও হাতে বজ্র ধারণ করে শবরী এই বনেই একাকী ভ্রমণ করে, কামনাকে। তিনধাতুর খাট পাতা হল, শবরী সুখে শয্যা বিছালেন। শবর প্রেমমত্ত, নৈরাত্মা রমণীকে নিয়ে প্রেমে রাত কাটালেন। তিনি মহাসুখে কর্পূর খেলেন। শূন্য নৈরাত্মাকে কোলে নিয়ে মহাসুখে রাত কাটালেন। গুরুবাক্যকে ধনু করে, নিজের মনকে কানে বিদ্ধ করো। এক শর সন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ করো। গুরুতর রোষে উন্মত্ত শবর, শিরিশিখরের সন্ধিতে প্রবেশ করলে শবরকে কিছুতে ঠেকানো যাবে?

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা: মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ-গৃহিণী- নৈরাত্মা দেবী বাস করেন। এই মহাসুখচক্র হলো যথাযথ্যালরূপ সুমেরু শিখর। শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মাদেবী ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে দেহকে সাজিয়েছেন, গলায় গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পরেছেন। শবর প্রজ্ঞোপায়ে বজ্রধর। তিনি বিষয়বাসনায় মগ্ন, তাঁকেই শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মা ও প্রকৃতি ভাব বিভেদরূপ নানা অলঙ্কার পরিধান করে আত্মগোপন করে আছে। এই অদ্বয়ে দ্বৈতের মিলন হবে কিভাবে? এই পদটিতে শবরী, বিষয়-বাসনায়

→

উন্মত্ত শবরকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে। শবরী বলেছে, "তুমি বিষয়বাসনায় উন্মত্ত হয়ে আমাকে যেন চিনতে ভুল করো না। শবরী আসলে কোন পরস্ত্রী নয়। সে শবরের নিজেরই গৃহিণী — সহজ সুন্দরী। সুতরাং মিলন পথে যেন কোন বাধা না আসে। শবরীর নির্দেশমতো, নৈরাত্মাকে লাভ করবার জন্য, শবর জয়রথে চিত্তকে সুসংযত করে মহাসুখরূপ বি আড়া পাতে, তারপর চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে নৈরাত্মা-দেবীকে লাভ করেন। এই মহাসুখ ও বজ্রসত্ত্ব আলিঙ্গনে জীবনের ক্লেশ-অন্ধকার রাশীকৃত পাপদ্য পোড়িয়ে শবরীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই চরম লগ্নে উপনীত হবার জন্য গুরুবাক্যে বা নির্দেশের কথা আছে। গুরুই পরম নির্বাণ লাভের পথ বলে দেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

* বাংলা ভাষার প্রাচীন পদ সংকলন গ্রন্থ — চর্যাপদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট চোদ্দটি পদ পেয়েছিলেন।
* চর্যাপদের প্রধান পদকার হলেন, লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ।
* মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল ৫০। প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার এই পূর্ণাঙ্গ পুঁথিটি তিব্বতি অনুবাদ সহ সংগ্রহ করেন।

Scanned with CamSc

* পটমঞ্জরী রাগে রচিত পদগুলি- ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৩৬ - মোট ১১ টি। অন্যান্য প্রচলিত ~~রাগ~~ রাগ - মল্লারী, বরাড়ী, কামোদ, গুঞ্জরী, দেশাখ, কানাড়া, আশাবরী, মালসী ইত্যাদি রাগ।

* ধ্রু - চর্যাগীতিতে প্রতি পদের দুই লাইনের শেষে 'ধ্রু' শব্দটি পাওয়া যায়, যা ধুঁয়া বা ধ্রুবপদের সংকেত বলে ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন। প্রত্যেক পদ গাইবার পর শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবার জন্য বার বার ধ্রুবপদ গাইতে হয়। চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে পাওয়া যায়- 'ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকরণং', ∴ দ্বারা 'ধ্রু' শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তিব্বতীতে এই পদকে 'ধ্রু' বলা হয়।

* চর্যাপদে প্রবাদের ব্যবহার -

আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরি - ৬ নং পদ
(হরিণের মাংসই তার নিজের শত্রু)

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। ৩৩ নং
দুহিল দুধ কী বেণ্ট সামায়। ৩৩ নং
বর অহুণ গোহালী কিমু দুহী মলন্দেঁ। ৩৯,

Scanned with CamSc